প্রথম আলো

তারিখ 7 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম [illegible]

মাদ্রাসার জীবিত দুই শিক্ষককে 'মৃত' বানিয়ে বেতন বন্ধ!

শাহাবুল শাহীন তোতা, গাইবান্ধা ●

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাইতানতলা আদর্শ দাখিল মাদ্রাসার দুই শিক্ষক নজরুল ইসলাম ও মোকছেদ আলী নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন মাদ্রাসায়। কিন্তু বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না ১০ মাস ধরে। কারণ, শিক্ষা অধিদপ্তরের নথিপত্রে তাঁরা দুজন 'মৃত'। অভিযোগ উঠেছে, জলজ্যান্ত দুজন শিক্ষককে মৃত বানানোর এই 'জাদু' দেখিয়েছেন ওই মাদ্রাসার সুপার তাজুল ইসলাম।

বেতন বন্ধের কারণ জানতে চাইলে সুপার শিক্ষক দুজনকে বলেছেন, তাঁদের দাপ্তরিক কাগজপত্রে ত্রুটি হয়েছে, তাই বেতন বন্ধ। কিন্তু শিক্ষক দুজন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁদেরকে মৃত দেখিয়ে মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের ভুয়া সিদ্ধান্তপত্র (রেজুলেশন) করে বেতন-ভাতা বন্ধের জন্য অধিদপ্তরে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন সুপার নিজেই। দুই শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০০৮ সালের প্রথম দিকে সুপার তাজুল ইসলাম বিধিবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার স্থায়ী আমানত থেকে ২০ হাজার টাকা তোলেন। তাঁরা এর প্রতিবাদ করলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর জের ধরেই সুপার কৌশলে তাঁদের বেতন বন্ধ করিয়েছেন। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেন মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি আনছার আলী।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৮ সালের ৮ এপ্রিল এক সিদ্ধান্তপত্রের মাধ্যমে ওই মাদ্রাসার সহকারী সুপার নজরুল ইসলাম ও কারি মোকছেদ আলীর পদ দুটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। দুই শিক্ষকের ভুয়া মৃত্যুসনদ সংগ্রহ করা হয় রংপুর মেডিকেল থেকে। মৃত্যুর তারিখ দেখানো হয়েছে ২০০৭ সালের ২৮ [illegible]

শিক্ষক দুজন বলেন, তাঁরা নিরুপায় হয়ে ঢাকায়

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

মাদ্রাসার জীবিত দুই শিক্ষককে 'মৃত' বানিয়ে বেতন বন্ধ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, নথিপত্রে তাঁরা মৃত। পরে তাঁরা ইউপি চেয়ারম্যানের নাগরিকত্ব সনদসহ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেন। ঘটনা তদন্তের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি গত ৩ নভেম্বর প্রতিবেদন দাখিল করেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলে আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই দুই শিক্ষক জীবিত আছেন এবং নিয়মিত পাঠদান করছেন বলে আমি মহাপরিচালক বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছি।'

মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আব্দুল কাইয়ুম সবুজ বলেন, 'ভুয়া মৃত্যুসনদ ও রেজুলেশন দেখিয়ে দুই শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধের কথা সব শিক্ষক জানেন। বিষয়টি মীমাংসার কয়েক দফা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।'

মাদ্রাসার সুপার তাজুল ইসলাম বলেন, 'ভুয়া মৃত্যুসনদ বা রেজুলেশন আমি করিনি, বরং ভুয়া সনদ ও অভিজ্ঞতাপত্র দিয়ে চাকরিতে যোগদানের কারণে শিক্ষা অধিদপ্তরই তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করেছে। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে।'

সহসভাপতি আনছার আলী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'তাদের ভুয়া সনদের বিষয় পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষা অধিদপ্তরকে জানালে তাঁদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

পরিচালনা পর্ষদের আবেদনের পাঁচ মাস আগেই গত বছর মে থেকে বেতন বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক আগেই মহাপরিচালক বরাবর অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু এ-সংক্রান্ত কোনো কাগজ তিনি দেখাতে পারেননি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ভুয়া সনদ দেখিয়ে বেতন-ভাতা উত্তোলনের অভিযোগে আতিকুর রহমান নামের এক ব্যক্তি ২০০৮ সালের ২৭ অক্টোবর ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। ওই বছর ৩ ডিসেম্বর শিক্ষক মোকছেদ আলী সুপারের বিরুদ্ধে একই আদালতে প্রতারণার মামলা করেন। দুটি মামলাই বিচারাধীন।

ছাইতানতলা আদর্শ দাখিল মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সুন্দরগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, 'মাদ্রাসার এ-সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্রে আমি স্বাক্ষর করিনি। দুই শিক্ষকের বেতন বন্ধের কারণ ও প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। ৪ মার্চ পর্যন্ত কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।'